যায়যায়দিন

তারিখ 4 MAY 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

স্নাতক পর্যায়ে ছাত্রী উপবৃত্তি

নারীর উচ্চ শিক্ষার পথ সুগম হবে

দেশের উন্নয়নে সবার অংশগ্রহণ ও সুযোগ-সুবিধার সমন্বয় ছাড়া কোনোভাবেই সফলতা অর্জন সম্ভব নয়। আর এরই ধারাবাহিকতায় আজ নারীরা ক্ষমতায়ন থেকে শুরু করে শিক্ষা ও কর্মস্থলেও সমানভাবে দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে। একটা সময় ছিল যখন নারীরা শুধু ঘরের চার দেয়ালেই বন্দি ছিল, আজ সেই অবস্থা বদলে গেছে। এখন ঘরের বাইরে নিজের জীবন পরিচালনা থেকে শুরু করে তাদের অগ্রগতি ও সফলতার নানারকম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বর্তমানে এ পরিস্থিতিকে আরো এগিয়ে নিতে হলে নারী শিক্ষাকে নিশ্চিত করা ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। একই সঙ্গে এটা বলা যায়, সেই ব্যবস্থা করতে রাষ্ট্রকেই সবার আগে এগিয়ে আসতে হবে। রাষ্ট্রব্যবস্থা যত বেশি এই বিষয়ে মনোযোগী হবে, তত বেশি সমৃদ্ধ হবে দেশ ও জাতি।

গতকাল যায়যায়দিনে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানা যায়, প্রথমবারের মতো সারাদেশের স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের ১ লাখ ৩৩ হাজার ৭২৬ ছাত্রীকে উপবৃত্তি দেয়া হবে। প্রতি ছাত্রীকে বছরে ৫ হাজার ৬২০ টাকা প্রদান করা হবে। এর মধ্যে উপবৃত্তি ২ হাজার ৪০০ টাকা, পরীক্ষার ফি এক হাজার টাকা, বই কেনার জন্য ১ হাজার ৫০০ টাকা ও টিউশন ফি বাবদ ৭২০ টাকা করে দেয়া হবে। আর এই বৃত্তি প্রদানে সরকারের ব্যয় হবে বছরে ৭৫ কোটি ১৫ লাখ টাকা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চলতি মাসের শেষ সপ্তাহের কোনো একদিন আনুষ্ঠানিকভাবে এ উপবৃত্তি প্রদান করবেন বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে। গত বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট বোর্ডের সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই এবং একই সঙ্গে আশা করি, এই বৃত্তি দেশের নারী শিক্ষাকে আরো বেশি এগিয়ে নিয়ে যেতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। এটা বাস্তবতা, সব দেশের অনেক পরিবারই এখনো দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। অনেকের ইচ্ছা থাকলেও মেধাবী ছাত্রীকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারে না শুধু আর্থিক বিষয়ের কথা চিন্তা করে। ফলে সরকারের এই বৃত্তি প্রদান একদিকে যেমন মেধাবী ছাত্রীদের উৎসাহিত করবে, অন্যদিকে দেশের নারী শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিতের হার বৃদ্ধিতে রাখবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। কিন্তু এই ক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পর যেন তা দ্রুত ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন হয়। কারণ এর আগেও আমরা দেখেছি, প্রধানমন্ত্রীর অনেক নির্দেশ ও ঘোষণার পরেও বিভিন্নভাবে গৃহীত নানা উদ্যোগ থমকে যায়। এই দেশে প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেত্রী, জাতীয় সংসদের স্পিকার নারী। তাই স্বভাবতই এটা আশা করা যায়, দেশের নারী শিক্ষাকে এগিয়ে নিতে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশ আরো এগিয়ে যাবে এবং ক্রমাগত নারী শিক্ষার পথ আরো সুগম হবে।

সার্বিকভাবে আমরা সরকারকে বলতে চাই, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ সিদ্ধান্ত দ্রুত বাস্তবায়ন করুন এবং একই সঙ্গে পর্যায়ক্রমে বৃত্তির হার আরো বেশি বৃদ্ধি করতে উদ্যোগ নিন। দেশের সার্বিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীরা যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তা আশাব্যঞ্জক। এক্ষেত্রে আর্থিক সুবিধা নিশ্চিত করা যেমন জরুরি তেমনিভাবে নিরাপত্তার বিষয়টিও দেখতে হবে। কেননা আমরা দেখেছি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীরা এখনো নিরাপদ নয়। লাঞ্ছনা, নিপীড়ন, নির্যাতন থেকে শুরু করে নানা হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। শিক্ষা কার্যক্রম এগিয়ে নেয়া যেমন জরুরি তেমনি শিক্ষা গ্রহণের পরিবেশ নিরাপদ রাখতে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ারও কোনো বিকল্প নেই। আমরা প্রত্যাশা করি নারী শিক্ষায় সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি এর যাবতীয় উন্নয়নে সরকার যথাযথ পদক্ষেপ নেবে।